[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দামুড়হুদা উপজেলায় লকডাউন বাস্তবায়নে অভিনব কর্মপরিকল্পনা ও মাইকিং

করোনাভাইরাসের প্রকোপ ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি ও আক্রান্তর সংখ্যা লাগামহীন হওয়ায় আজ ভোর ৬ টা থেকে দামুড়হুদা উপজেলাকে কঠোর লকডাউনের ঘোষনা সহ দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন অভিনব কর্মপরিকল্পনা ও মাইকিং প্রচার অব্যাহত রেখেছেন।

জানাগেছে পূর্বের লকডাউনের সকল নিয়মকানুনের কিছুটা পরিবর্তন করে জনসাধারণের ব্যাপক ভাবে সচেতন করতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসকের নির্দেশে, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সহ সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে অভিনব কিছু কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

এব্যাপারে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, করোনাভাইরাসের প্রকোপ নির্মুলে মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যবিধির সকল নিয়মকানুন স্বস্ব ইউনিয়ন থেকে মাইকে প্রচার করা। লকডাউনের কারনে অসহায় ঘর বন্দি মানুষের দ্বারে দ্বারে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়া। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, মাস্ক ব্যবহার কারার বিষয়টি নিশ্চিত করা। অসুস্থ্য রোগীদের প্রয়োজনে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া।
সকাল ৯ টার মধ্যে লকডাউন এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকারী ব্যারিকেড স্থাপন ও লাল ফ্ল্যাগ টাঙিয়ে লকডাউন নিশ্চিত করবেন সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ও ইউ পি চেয়ারম্যানরা। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় প্রতিটি ইউপি চেয়ারম্যান স্ব স্ব পরিষদে সভা করে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ফ্রেমে ওয়ার্ড কমিটি তৈরী পূর্বক ইউএনও অফিসে দুপুর ১ টার মধ্যে প্রেরন করবে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবে।

অপরদিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান নিজে প্রতিটি ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে যেয়ে মানুষের মাঝে লকডাউনের নিয়মনীতি তুলে ধরে সকলকে সচেতন থাকতে এবং সর্বসাধারনের মনোবল বাড়াতে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন, তিনি আজ দুপুর ১২ টার মধ্যে ঘর বন্দি মানুষের মাঝে খাদ্য পৌঁছে দেয়ার ঘোষনা দেন।

উল্লেখ্য দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান নিজের কর্ম এলাকার মানুষের কাছে একজন মানবিক অফিসার হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের কৃতি শিক্ষার্থী ওয়াতকুলি জান্নাতিকে সংবর্ধনা প্রদান

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের কৃতি শিক্ষার্থী ওয়াতকুলি জান্নাতি ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী এমন কৃতিত্ব পাওয়ায় কলেজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে ।

এ সংবর্ধনা সভায় আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন,- কৃতি শিক্ষার্থী ওয়াতকুলি জান্নাতি ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে এটি সরকারি কলেজের কৃতিত্ব। এ কলেজ থেকে আরো অনেক মেধাবি শিক্ষার্থী মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত চাকুরির সুযোগ তৈরি করে এমনটাই এ কলেজের শিক্ষকদের খেয়াল রাখতে হবে।

উপস্থিতি অতিথির মধ্যে স্বাগত বক্তব্যে জান্নাতি বলেন, আমি গরিব ঘর থেকে মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছি। আমার বাবা একজন সরকারি কলেজে ছোট একটি পদে চাকুরি করেন। আমার বাবা, মায়ের আপ্রাণ চেষ্টায় আজ এতদুর যেতে পেড়েছি। সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির হাত থেকে কলেজের পক্ষ থেকে জান্নাতিকে নগত ৬০ হাজার টাকা, একটি মেডিকেল এপ্রোন কাপড় ও একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও, বক্তব্য রাখেন শিক্ষার্থী মোছাঃ নিলুফা ইয়াছমিন এ্যানি।

সভায় সম্প্রতি ষ্ট্রোক জনিক কারনে নিহত শিক্ষক প্রভাষক মোঃ

মুরাদ আলীর স্ত্রীর হাতে কলেজের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও অন্য একজন অসুস্থ শিক্ষককে ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন,সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সাধারণ সম্পাদক খ, হামিদুল ইসলাম,কলেজিয়েট স্কুলের উপাদক্ষ শামিম রেজা, প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আতিয়ার রহমান মুকুল।

শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সহকারি অধ্যাপক সৈয়দ মামুন রেজা,খলিলুর রহমান, হাবিবুর রহমান, মাকসুদুর রহমান, ফারুক হোসেন, তাপস রশিদ, কলি খন্দকার, শামিমা খাতুন, আব্দুল মোনায়েম, মহিতুর রহমান, ইকবাল হোসেন, সহ সকল শিক্ষক মন্ডলি।

কুষ্টিয়ায় করোনায় মৃতদের শেষ সম্মানটুকু দেখান তাঁরা

কুষ্টিয়ার ইবি থানা এলাকার হরিনারায়ণপুর বাজারের অজন্তা লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী শ্রী অরুপ কুমার সাহা করোনা (কোভিড-
১৯) আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন।

সোমবার রাত ৩ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকগমন করেন। তিনি বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শাখার নেতা ছিলেন। তবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে পরলোগমন করায় তার সৎকারে কেউ এগিয়ে আসেনি। তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য ছাড়া প্রতিবেশী কিংবা তার ধর্মের কেউই এগিয়ে না আসলেও খেদমতে খলক ফাউন্ডেশনের কুষ্টিয়া জেলার কয়েকজন তার সৎকার কাজ সম্পন্ন করে বলে একটি সুত্র জানিয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সিভিল সার্জন কুষ্টিয়া থেকে মোমতাজুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান খেদমতে খলক ফাউন্ডেশনের কুষ্টিয়া জেলার প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা নিজেরা সৎকারের কাজ সম্পন্ন করেন। মোমতাজুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী এবং খেদমতে খলক ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়া জেলা শাখা পরিচালক মোঃ

আরিফুজ্জামান, শরিফুল ইসলাম, আবুল হাসেম, মাওঃ মাছুম বিল্লাহ ও মাওঃ আবুল হাসান এতে অংশ নেয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে শুরু করে লাশের সৎকার পর্যন্ত তারাই সম্পন্ন করে। কোভিড ১৯–এ (করোনা) আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া এক ব্যক্তির লাশের সৎকার প্রক্রিয়া শেষ করে মুঠোফোনে কথাগুলো বললেন মোমতাজুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামান। তিনি কোভিড–১৯–এ আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থা খেদমতে খলক ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়া জেলা শাখা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে হরিনারায়ণপুর শশ্মানে নিয়ে দাহ পর্যন্ত বেশির ভাগ সময় মৃত ব্যক্তিদের স্বজনেরাও কাছে আসেনি ভয়ে। তবে আমরা ভয় পাই না। এই মৃত ব্যক্তিরা তো আমাদেরই কারও না কারও স্বজন।’ তিনি আরও বলেন, সুরক্ষা পোশাক পিপিই, হাতে গ্লোভস, চোখে চশমাসহ পুরো পোশাক পরে গরমের মধ্যে কাজ করা যে কতটা কষ্টসাধ্য, তা বলে বোঝানো যাবে না। দমবন্ধ হয়ে আসে একেক সময়।

মৃত ব্যক্তির হাসপাতালের কাগজপত্র তৈরি না থাকলে পিপিইসহ অন্যান্য পোশাক পরে বসে থাকার সময় আরও বাড়তে থাকে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামিয়ে দিয়ে দলের সবার পিপিইসহ অন্যান্য সুরক্ষা পোশাক আগুনে পুড়িয়ে দিয়েই পরে ঘরে ফেরা সম্ভব হয়।

অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে মোঃ আরিফুজ্জামান বললেন, এক মৃত ব্যক্তির ছেলে হাসপাতালে এলেও জানাজায় অংশ নিতে চাননি। আরেক মৃত ব্যক্তির ছোট ভাই জানিয়ে দেন, তিনি কোনো অবস্থাতেই হাসপাতালে আসবেন না। কয়েকটি ঘটনায় কোনো স্বজনকেই পাওয়া যায়নি। এ পর্যন্ত জেলায় ৪৭ জনের মৃতদেহ দাফন সম্পন্ন করেছেন এই সংগঠনটি।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল ও সদর উপজেলা ছাত্রদলের কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল ও সদর উপজেলা ছাত্রদলের কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। গতকাল সোমবার ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামলের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সহ দপ্তর সম্পাদক সম্পাদক আজিজুল হক সোহেল স্বক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানিয়েছে ।

এবিষয়ে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি জানান, গত ৩ই ফেব্রুয়ারি ২১ ইং তারিখে সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতিশীল আনার লক্ষ্যে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। গতকাল সোমবার পুনরায় এই কমিটি বহাল রেখেছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

তাই আমরা মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কেন্দ্রীয় ঘোষিত সকল কর্মসূচী আরও বেগবান ও সফল করবো ইনশাআল্লাহ।

মেহেরপুর জেলা ও উপজেলা ছাত্রদলের কমিটি পুনরায় বহাল রাখায় জাতীয়তাবাদ ছাত্রদলের সাংগঠনিক অভিভাবক তারেক রহমানসহ দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দের প্রতি মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

করোনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত জরুরী সভা! ১৪ দিনের কঠোর

লকডাউন ঘোষণা

দামুড়হুদায় উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। সস্প্রতি এলাকার চুল ব্যবসায়ীসহ বেশকিছু বাংলাদেশী নাগরিক ভারতের কাঁটাতার পেরিয়ে অবৈধপথে দেশে প্রবেশ করায় করোনা সংক্রমন বৃদ্ধির মূল কারণ বলে ধারণা করছেন স্বাস্থ্য বিভাগ। করোনা সংক্রমন ঠেকাতে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। কোভিড-১৯ সংক্রান্তে ডাকা হয় জরুরী সভা।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার অনুষ্ঠিত জরুরী সভায় দামুড়হুদা উপজেলায় ১৪ দিনের লকডাউন ঘোষনা করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ৬ টা থেকে লকডাউন কঠোরভাবে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও দেন তিনি।

প্রধান অতিতির বক্তব্যে তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকায় বিজিবির টহল আরও জোরদার করতে হবে। এছাড়া প্রশাসনের পাশাপাশি পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সর্তকতার সাথে ২৪ ঘন্টা নিরলসভাবে দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে। লকডাউন চলাকালিন উপজেলার সমস্ত সোপিংমল, চায়ের দোকান সম্পূর্নরূপে বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র জরুরীসেবা ছাড়া সব ধরণের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং কৃষির সাথে সপর্কিত কিছু যানবাহন চলাচল করতে পারবে।এ ছাড়া স্বল্প সময়ের জন্য খোলা রাখা যাবে মুদি দোকান। তবে লকডাউনের আওতামূক্ত থাকবে ওষুধ ফার্মেসী।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জরুরীসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম ও দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি ডা. আওলিয়ার রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আব্দুর খালেক, দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান কাজলসহ এলাকার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

উল্লেখ্য, দামুড়হুদা উপজেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ২২ জন। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত রোগির সংখ্যা ১৯৩জন।

অভাবের সংসারে প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে বিপাকে বাবা-মা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বাগুটিয়া গ্রামের দরিদ্র বাকপ্রতিবন্ধী বিপ্লব শেখের প্রতিবন্ধী মেয়ে সুহায়বা (৩)।

ফুটফুটে সুন্দর চেহারার শিশুটি জন্মের পর থেকেই শারিরীক প্রতিবন্ধী। তার দুই হাত ও দুই পা নেই বল্লেই চলে। চটপটে কথা বলতে পারা বাচ্চাটি হাটতে পারেনা ও কিছ ◌ুধরতেও পারেনা। এমনকি খাবারটাও খেতে পারেনা নিজ হাতে এবং অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারেনা।

তার বাকপ্রতিবন্ধী বাবা বিপ্লব শেখের নিজের কোনো জমি নেই । রাজমিস্ত্রির যোগালে হিসাবে কাজ করে দিন আনে দিন খায়। তবে বাকপ্রতিবন্ধী হওয়ায় সবসময় সে কাজ পায়না। তাছাড়া করোনার সময় এখন কাজও কম। তাদের আরেকটি কন্যা সন্তানের বয়স ৭ বছর।

শিশুটির মা চুমকি বেগম জানান, জন্ম থেকেই তার মেয়েটি শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং বয়স না হওয়ার কারণে তার ভাতা হচ্ছেনা। সংসার চালাতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে বিপাকে আছেন বাবা-মা।

সমাজের বিত্তবানদের নিকট আর্থিক সহায়তা চেয়েছে শিশুটির পরিবার। নগদ একাউন্ট নং ০১৭৯২৪৮৫৭৪০ নং টি শিশুটির মা চুমকি বেগমের।

এ ব্যাপারে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাসুদ আহমেদ জানান, বাচ্চাটাকে আমি দেখেছি। তবে তার বয়স ৬ বছর না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোনো ভাতা প্রদান করা যাচ্ছে না।

কোটচাঁদপুরে আবারো মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় আহত ১ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ১ সপ্তাহের ব্যবধানে আবারো মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত মফিজুর রহমান (৪৮) নামে এক ব্যাক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গত রবিবার সন্ধায় ঢাকা নিউরোসাইন্স হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। নিহত মফিজুর রহমান পৌর শহরের সলেমানপুর গ্রামের উত্তরপাড়ার মৃত শফি উদ্দীনের ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানাযায়, গত শনিবার (১২ জুন) সন্ধায় শহরের সলেমানপুর গ্রামে চৌগাছা সড়কে নিজ বাড়ির সামনে মফিজুর রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় পিছন দিক থেকে দ্রুতগতি আসা একটি মোটরসাইকেল মফিজকে সজোরে ধাক্কা দেয়।

এতে সে মাথায় গুরতর আঘাত পায়। স্থানীয়রা গুরতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে রাতেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রথমে যশোর সদর জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার সন্ধায় তার মৃত্যু হয়। দুই সন্তানের জনক মফিজুরের মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সোমবার সকালে সলেমানপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, সাবেক পৌর মেয়র সালাহ্উদ্দীন বুলবুল সিডল সহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধে কোটচাঁদপুরে বেড়েছে বাল্য বিয়ে

মহামারী কোভিড-১৯ করোনা সংক্রমণ রোধে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় বেড়েছে বাল্য বিয়ের প্রবণতা। প্রায়ই বাল্য বিয়ের কবলে পড়ছে কন্য শিশুরা। করোনার শুরু থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, যৌন হয়রানী, পরিবারের আয়ের ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বাল্য বিয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করেন সুশীল সমাজ।

দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ফলে কন্যা সন্তানের সুরক্ষা, বন্ধু বান্ধবের সহায়তা না পাওয়া, সহায়তা কার্যক্রম থেকে দূরে থাকা এবং দারিদ্রতা বেড়ে যাওয়ায় মহামারীর বলি হচ্ছে শিশু কন্যারা। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে লোক চক্ষুর আড়ালে অভিভাবকরা অপ্রাপ্ত বয়সেই কন্যা শিশুদের বিয়ে দিচ্ছেন বলে অনুসন্ধানে জানা যায়। স্থানীয় প্রশাসন বাল্য বিয়ে, সাইবার বুলিং, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা তৈরী এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সম্পৃক্তকরনের লক্ষে সমাজে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহন করলেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন অনেক শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা।

অনেকটা লোক-চক্ষুর আড়ালে প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে বাল্য বিয়ের ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছেন কমলমতি এইসব শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। পরিবারের চাপে কিছু বুঝে উঠার আগেই বিয়ের পিড়িতে বসছে কমলমতি এইসব শিক্ষার্থীরা। ফলে অনেক সময় ডির্ভোসের মত ঘটনাও ঘটছে এইসব কন্য শিশুদের ভাগ্যে । সম্প্রতি উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের ভগবানপুর গ্রামের আব্দুল হাকিমের সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া এক মেয়েকে বাল্য বিয়ের ৩ দিনের মাথায় স্বামীর ঘরে যেতে না চাওয়ায় ডির্ভোসের পথ বেছে নিয়েছে পরিবারটি।

অনেক অপ্রাপ্ত নাবালিকা মেয়েরা স্বামী সংসার কিছু না বুঝলেও জোর

পূর্বক পাঠানো হচ্ছে স্বামীর ঘরে। সচেতন মহল মনে করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বাল্য বিয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের অভিভাবকরা যদি সচেতন না হয়, তবে কোন ভাবেই বাল্য বিয়ের মত ভয়ানক এই ব্যাধি রোধা করা সম্ভব না।

একটি গবেষণায় ইউনিসেফ বলেছে, সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ এর কারনে ১ কোটির বেশি কন্যা শিশু বাল্য বিয়ের ঝুঁকিতে। বাংলাদেশ বাল্য বিয়েতে বিশ্বের চতুর্থ। বাল্য বিয়ে রোধে স্থানীয় প্রশাসনের কার্যক্রম সর্ম্পকে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, বাল্য বিয়ে বন্ধে ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে উপজেলা প্রশাসন। স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। সেই সাথে বাল্য বিয়ের খবর পেলেই ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে অর্থদন্ড সহ কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এসময় তিনি, বাল্য বিয়ে রোধে অভিভাবকদের আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গায় ভূমি সেবা সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত

বদলে যাচ্ছে দিনকাল, ভূমি সেবা ডিজিটাল” এই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে ধরণ করে চুয়াডাঙ্গায় ভূমি সেবা সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়েছে
সোমবার বেলা সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ভূমি অফিসে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সদর উপজেলা প্রশাসন ও ভূমি অফিস।চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সাদিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার।এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন সরকার ভূমি সেবা আধুনিক ও ডিজিটাল করার সকল উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ই-নামজরি চালু করা হয়েছে। ফলে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে মানুষ সেবা পাচ্ছে। তিনি সকল ভূমি মালিককে তাদের জমির সকল তথ্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে জমা দিয়ে হোল্ডিং এর ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম নিশ্চিত করতে আহবান জানান।